বিভাগ গ

# সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 2

**1** দেকার্ত প্রকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা কী দিয়েছেন? দেকার্তের মতে জ্ঞানের মানদণ্ড কী?

**উত্তর ▸** যে জ্ঞানে সার্বিকতা, আবশ্যিকতা ও নতুনত্ব আছে, সেই জ্ঞানকে দেকার্ত প্রকৃত জ্ঞান বলেছেন।

▸ দেকার্তের মতে জ্ঞানের মানদণ্ড হল—[1] অনিবার্যতা ও প্রকৃত সার্বিকতা এবং [2] নতুনত্ব।

**2** দেকার্তের মতে জ্ঞানের উৎস কী? দেকার্তের মতে জ্ঞানের সত্যতার মানদণ্ড কী?

**উত্তর ▸** দেকার্তের মতে জ্ঞানের উৎস হল বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণা।

▸ দেকার্তের মতে জ্ঞানের সত্যতার মানদণ্ড হল যে জ্ঞান স্পষ্ট ও বিবিক্ত সেই জ্ঞানই সত্য।

**3** দেকার্তের মতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কী?

**উত্তর ▸** দেকার্তের মতে গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতি হল জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি। গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতি হল এমন এক পদ্ধতি, যার সাহায্যে নিঃসন্দিগ্ধ সত্য থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত নিষ্কাশন করা হয়।

**4** স্পিনোজার মতে জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** স্পিনোজার মতে জ্ঞানের উৎস তিনটি, তা হল—[1] প্রত্যক্ষণ, [2] বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং [3] স্বজ্ঞা।

**5** **স্পিনোজার মতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কী?**

**উত্তর ▶** স্পিনোজার মতে জ্যামিতিক অবরোহ পদ্ধতি হল জ্ঞানলাভের পদ্ধতি। দ্রব্যের সংজ্ঞা থেকে জ্যামিতিক অবরোহ পদ্ধতিতে জ্ঞান নিঃসৃত হয়।

**6** **উৎসের দিক থেকে স্পিনোজা জ্ঞানকে কয়ভাগে ভাগ করেছেন ও কী কী?**

**উত্তর ▶** উৎসের দিক থেকে স্পিনোজা জ্ঞানকে তিনভাগে ভাগ করেছেন তা হল—[1] প্রত্যক্ষ জ্ঞান, [2] বিশুদ্ধ বুদ্ধিমূলক জ্ঞান এবং [3] স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান।

**7** **স্পিনোজার মতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** স্পিনোজার মতে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—আম হয় মিষ্টি।

**8** **স্পিনোজার মতে বিশুদ্ধ বুদ্ধিমূলক জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** স্পিনোজার মতে যে জ্ঞানের উৎস বিশুদ্ধ বুদ্ধি, সেই জ্ঞানকে বলা হয় বিশুদ্ধ বুদ্ধিমূলক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—গতি, দেশ, কাল প্রভৃতি হল বিশুদ্ধ বুদ্ধিমূলক জ্ঞান।

**9** **স্পিনোজার মতে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** স্পিনোজার মতে, যে জ্ঞানের উৎস স্বজ্ঞা, সেই জ্ঞানকে বলা হয় স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—ঈশ্বরের জ্ঞান।

**10** **লাইবনিজ প্রকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা কী দিয়েছেন?**

**উত্তর ▶** লাইবনিজের মতে যে জ্ঞান সার্বিক, আবশ্যিক ও সুনিশ্চিত, সেই জ্ঞানকে বলা হয় প্রকৃত জ্ঞান।

**11** **লাইবনিজের মতে জ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়?**

**উত্তর ▶** লাইবনিজের মতে সকল জ্ঞান বুদ্ধির মধ্যে প্রবণতারূপে সূক্ষ্মভাবে নিহিত রয়েছে। তাই মন এই জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। মন তার স্বভাবজাত সক্রিয়তার দ্বারা এই জ্ঞানকে প্রকাশ করে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বিত করে প্রত্যক্ষ করে। এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

**12** **লাইবনিজের মতে জ্ঞান কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▶** লাইবনিজের মতে জ্ঞান দুইপ্রকার, তা হল—[1] বৌদ্ধিক জ্ঞান এবং [2] বাস্তব বিষয়ক জ্ঞান।

**13** **লাইবনিজের মতে বৌদ্ধিক জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** লাইবনিজের মতে, যে জ্ঞান সার্বিক, আবশ্যিক, সুনিশ্চিত, নিরপেক্ষ, পূর্বতসিদ্ধ, স্বতঃপ্রামাণ্য, চিরন্তন সত্য, সেই জ্ঞানকে বলা হয় বৌদ্ধিক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞানের জ্ঞান।

**14** **লাইবনিজের মতে বাস্তব বিষয়ক জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** লাইবনিজের মতে যে জ্ঞানে বাস্তব বিষয়ক সত্য প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানকে বলা হয় বাস্তব বিষয়ক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান।

**15** **লকের মতে জ্ঞান কীভাবে উৎপন্ন হয়?**

**উত্তর ▶** লকের মতে সংবেদন ও অন্তর দর্শনের মাধ্যমে সরল ধারণা মনে এসে জমা হয়। মন ওই সকল সরল ধারণাকে নানাভাবে বিন্যস্ত করে, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করে জ্ঞানের ধারণা তৈরি করে।

**16** **লক জ্ঞানের সংজ্ঞা কী দিয়েছেন? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** লকের মতে দুটি ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করাকে জ্ঞান বলা হয়।

▶ উদাহরণ—মানুষ হয় দ্বিপদ জীব।

**17** **লকের মতে জ্ঞান কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▶** লকের মতে জ্ঞান তিনপ্রকার, তা হল—[1] স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান, [2] প্রতিপাদক জ্ঞান এবং [3] ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

**18** **লকের মতে স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** লকের মতে, যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে মন অন্য কোনো ধারণার সাহায্য ছাড়াই দুটি ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল সাক্ষাৎভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—সাদা হয় সাদা।

**19** **লকের মতে প্রতিপাদক জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** লকের মতে, যখন আমরা সাক্ষাৎভাবে তুলনা করার জন্য দুটি ধারণাকে একসঙ্গে হাজির করতে পারি না, কিন্তু অন্য ধারণার সাহায্যেও ওই তুলনা অপরোক্ষভাবে করা সম্ভব হয়, তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় প্রতিপাদক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান।

**20** **লকের মতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** লকের মতে যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জড়বস্তু ও জড়জগৎকে বিষয় করে উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে বলা হয় ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—গোলাপ ফুল হয় লাল।

**21** **বার্কলের মতে জ্ঞানের উৎস ও জ্ঞানের বিষয় কী?**

**উত্তর ▶** বার্কলের মতে জ্ঞানের উৎস হল প্রত্যক্ষ। জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হল ধারণা, জড়বস্তু নয়। কেন-না বার্কলে জড়বস্তু স্বীকার করেন না।

**22** **বার্কলের মতে যথার্থ প্রত্যক্ষ ও অমূল প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** বার্কলের মতে যথার্থ প্রত্যক্ষ ও অমূল প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হল স্পর্শ প্রত্যক্ষ।

▶ উদাহরণ—যথার্থ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে টেবিলের দর্শন ও স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে টেবিলের দর্শন প্রত্যক্ষ হলেও স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না।

**23** **বার্কলের মতে যথার্থ প্রত্যক্ষ ও স্বপ্ন প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড কী? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** বার্কলের মতে, যথার্থ প্রত্যক্ষ ও স্বপ্ন প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্যের মানদণ্ড হল প্রাসঙ্গিক সমগ্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওই অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ নির্ধারণ করা।

▶ উদাহরণ—যথার্থ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ঘরের অন্যান্য পরিবেশের সঙ্গে টেবিল প্রত্যক্ষ সর্বদা একরূপ থাকে। কিন্তু স্বপ্নে দেখা টেবিল ঘুম ভাঙলে আর দেখা যায় না।

**24** **বার্কলের মতে জ্ঞান কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▶** বার্কলের মতে, জ্ঞান দুইপ্রকার, তা হল—[1] মানুষের জ্ঞান এবং [2] ঈশ্বরের জ্ঞান।

**25** **বার্কলের মতে মানুষের জ্ঞান কী? এই জ্ঞানের স্বরূপ কী?**

**উত্তর ▶** বার্কলের মতে, মানুষ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করে, তাকে বলা হয় মানুষের জ্ঞান।

▶ মানুষের জ্ঞান বিশেষ, সীমাবদ্ধ ও আপতিক।

**26** **বার্কলের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান কী? এই জ্ঞানের স্বরূপ কী?**

**উত্তর ▶** বার্কলের মতে, ঈশ্বর সর্বদা সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করতে পারেন। ঈশ্বরের এই জ্ঞানকে বলা হয় ঈশ্বরের জ্ঞান।

▶ ঈশ্বরের জ্ঞান সার্বিক, আবশ্যিক ও সুনিশ্চিত।

**27** **হিউমের মতে জ্ঞানের বিষয় কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে, জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার, তা হল—[1] ধারণার সম্বন্ধ ও [2] বস্তুস্থিতি।

**28** **হিউমের মতে জ্ঞান কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে, জ্ঞান দুইপ্রকার, তা হল—[1] ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান, [2] ধারণার সঙ্গে বস্তুস্থিতির সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান।

**29** **হিউমের মত অনুসারে ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে, মন যখন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে দুটি ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারে, তখন সেই জ্ঞানকে বলা হয় ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—লাল হয় লাল।

**30** **হিউমের মতে ধারণার সঙ্গে বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে, যে জ্ঞানের বিষয় বস্তুস্থিতি বা বাস্তব ঘটনা, সেই জ্ঞানকে বলা হয় ধারণার সঙ্গে বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—আমটি হয় মিষ্টি।

**31** **হিউমের মতে বর্তমান বস্তুস্থিতি বিষয়কজ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে, বর্তমান বস্তুস্থিতি বিষয়কে ভিত্তি করে যে জ্ঞান হয়, তাকে বলা হয় বর্তমান বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—আমি দেখছি যে গোলাপ ফুলটি হয় লাল।

**32** **হিউমের মতে অতীত বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে, অতীতের বস্তুস্থিতি বিষয়কে ভিত্তি করে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকে বলা হয় অতীত বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—অশোক একদা ভারত শাসন করেছিলেন।

**33** **হিউমের মতে ভবিষ্যৎ বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** হিউমের মতে ভবিষ্যৎ বস্তুস্থিতি বিষয়কে ভিত্তি করে যে জ্ঞান হয়, তাকে বলা হয় ভবিষ্যৎ বস্তুস্থিতি বিষয়ক জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—আগামীকাল বৃষ্টি হবে।

**34** **সবল জ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** যে জ্ঞানের সপক্ষে সবল প্রমাণ থাকে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় সবল জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—আমার এখন দাঁতের ব্যথা করছে।

**35** **দুর্বল জ্ঞান কাকে বলে? উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** যে জ্ঞানের সপক্ষে দুর্বল প্রমাণ থাকে, সেই জ্ঞানকে বলা হয় দুর্বল জ্ঞান।

▶ উদাহরণ—আমি একটি গোরু প্রত্যক্ষ করছি।

**36** **সত্য বিশ্বাসকে জ্ঞান বলা যায় না কেন?**

**উত্তর ▶** যদি কোনো ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতে সত্য প্রমাণিত হয়, তবে সেই বিশ্বাসকে বলা হয় সত্য বিশ্বাস। এই সত্য বিশ্বাস জ্ঞান হতে পারে না। কেন-না সত্য বিশ্বাসের সপক্ষে কোনো প্রমাণ থাকে না।

**37** **বুদ্ধিবাদ কাকে বলে? কয়েকজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের নাম লেখো।**

**উত্তর ▶** যে মতবাদ অনুসারে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস এবং জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কোনো ভূমিকা নেই, সেই মতবাদকে বলা হয় বুদ্ধিবাদ।

▶ প্লেটো, দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ হলেন কয়েকজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক।

**38** **অভিজ্ঞতাবাদ কাকে বলে? কয়েকজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▶** যে মতবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই প্রকৃত জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস এবং জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই, সেই মতবাদকে বলা হয় অভিজ্ঞতাবাদ।

▶ জন লক, বিশপ বার্কলে, ডেভিড হিউম, জন স্টুয়ার্ট মিল, এ জে এয়ার প্রমুখ হলেন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক।

**39** **বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানের উৎস কী? অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানের উৎস কী?**

**উত্তর ▶** বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণা।

▶ অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানের একমাত্র উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

**40** **বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কী?**

**উত্তর ▶** বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি হল গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণা ও স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম থেকে অবরোহ পদ্ধতিতে জ্ঞান নিঃসৃত হয়।

**41** **অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কী?**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞানলাভের একমাত্র পদ্ধতি হল বৈজ্ঞানিক আরোহ পদ্ধতি। অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আরোহ পদ্ধতির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায়।

**42** **বুদ্ধিবাদীরা কতপ্রকার বচন স্বীকার করেছেন ও কী কী?**

**উত্তর ▶** বুদ্ধিবাদীরা তিনপ্রকার বচন স্বীকার করেছেন, তা হল—[1] অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন, [2] অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচন এবং [3] অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন।

**43** **অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে বচন কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▸** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে বচন দুইপ্রকার, তা হল—[1] অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন, [2] অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচন।

**44** **নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের একজন সমর্থকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** যে মতবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে জাগতিক ব্যাপার বিষয়ক জ্ঞান পাওয়া যায় এবং বুদ্ধির সাহায্যে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞান পাওয়া যায়, সেই মতবাদকে বলা হয় নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ।

▸ এই মতবাদের একজন সমর্থক হলেন দার্শনিক ডেভিড হিউম।

**45** **চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের একজন সমর্থকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** যে মতবাদ অনুসারে জ্ঞান মাত্রই অভিজ্ঞতালব্ধ, জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই এবং সকলপ্রকার জ্ঞান আপতিক, সম্ভাব্য, যেখানে কোনো সার্বিক ও আবশ্যিক জ্ঞান নেই, সেই মতবাদকে বলা হয় চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ।

▸ এই মতবাদের একজন সমর্থক হলেন দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল।

**46** **চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ ও নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদের মধ্যে পার্থক্য কী?**

**উত্তর ▸** চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে সকলপ্রকার জ্ঞানের উৎস ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। অপরপক্ষে, নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদ অনুসারে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি উভয় দিক থেকেই জ্ঞান পাওয়া যায়।

**47** **নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের একজন সমর্থকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** যে মতবাদ অনুসারে প্রকৃত জ্ঞানে সার্বিকতা, আবশ্যিকতা ও নতুনত্ব ধর্ম থাকে, এ ছাড়া বিশুদ্ধ বুদ্ধি থেকে সার্বিকতা ও আবশ্যিকতা পাওয়া যায় এবং যেখানে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়ে মিলে জ্ঞান তৈরি করে, সেই মতবাদকে বলা হয় নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ।

▸ এই মতবাদের একজন সমর্থক হলেন দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট।

**48** **চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ কাকে বলে? এই মতবাদের একজন সমর্থকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** যে বুদ্ধিবাদ অনুসারে, যা অভিজ্ঞতালব্ধ তা ভ্রান্ত। বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। জ্ঞান মাত্রই সার্বিক ও আবশ্যিক, সেই মতবাদকে বলা হয় চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ।

▸ এই মতবাদের একজন সমর্থক হলেন দার্শনিক লাইবনিজ।

**49** **চরমপন্থী ও নরমপন্থী বুদ্ধিবাদের মধ্যে পার্থক্য কী?**

**উত্তর ▸** চরমপন্থী বুদ্ধিবাদ অনুসারে বিশুদ্ধ বুদ্ধি ও বুদ্ধিনিহিত সহজাত ধারণাই প্রকৃত জ্ঞানের একমাত্র উৎস। অপরপক্ষে, নরমপন্থী বুদ্ধিবাদ অনুসারে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ানুভব উভয়ে মিলে জ্ঞান তৈরি করে।

**50** **কান্টের জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদটির নাম কী? কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কী?**

**উত্তর ▸** কান্টের জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদটির নাম বিচারবাদ।

▸ কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস অনুভব ও বুদ্ধি উভয়ই।

**51** **কান্টের মতে জ্ঞানের আদর্শ শাস্ত্র কোন্‌টি? কান্টের মতে জ্ঞানপ্রকাশের আদর্শ বচন কী?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে গণিত হল জ্ঞানের আদর্শ শাস্ত্র।

▶ কান্টের মতে জ্ঞানপ্রকাশের আদর্শ বচন হল অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক।

**52** **কোন্ দার্শনিক জ্ঞানরাজ্যে কোপারনিকান বিপ্লব আনয়ন করেছেন বলে দাবি করেছেন?**

**উত্তর ▶** দার্শনিক কান্ট জ্ঞানরাজ্যে কোপারনিকান বিপ্লব আনয়ন করেছেন বলে দাবি করেছেন।

**53** **কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড কী?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড দুটি। তা হল—[1] সার্বিকতা ও অনিবার্যতা, [2] নতুনত্ব।

**54** **কান্টের মতে জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভবের অবদান কী? কান্টের মতে বুদ্ধি জ্ঞানের বিষয়ের উপর কয়টি আকার প্রয়োগ করে জ্ঞান তৈরি করে?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভব জ্ঞানের উপাদান দেয়।

▶ কান্টের মতে বুদ্ধি জ্ঞানের বিষয়ের উপাদানের উপর বারোটি আকার প্রয়োগ করে জ্ঞান তৈরি করে।

**55** **কান্ট জ্ঞানক্রিয়ার কয়টি শক্তির কথা বলেছেন ও কী কী?**

**উত্তর ▶** কান্ট জ্ঞানক্রিয়ার দুটি শক্তির কথা বলেছেন। তা হল—[1] সংবেদন শক্তি, [2] বুদ্ধি শক্তি।

**56** **কান্ট কোন্ গ্রন্থে তাঁর বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন? কান্টের মতে বুদ্ধি শক্তি থেকে জ্ঞানের যে দিকটি পাওয়া যায় তার নাম কী?**

**উত্তর ▶** কান্ট তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে তাঁর বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

▶ কান্টের মতে বুদ্ধি শক্তি থেকে জ্ঞানের আকার পাওয়া যায়।

**57** **বিচারবাদ কাকে বলে?**

**উত্তর ▶** যে জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদ অনুসারে কেবল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান হয় না, আবার কেবল বুদ্ধি থেকেও জ্ঞান হয় না, প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়ের অবদান প্রয়োজন হয় সেই মতবাদকে বলা হয় বিচারবাদ।

**58** **কান্ট কোন্ যুক্তিতে অভিজ্ঞতাবাদ খণ্ডন করেছেন?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড সার্বিকতা, অনিবার্যতা ও নতুনত্ব। ইন্দ্রিয়ানুভব জ্ঞানের নতুনত্ব দিকটি দিতে পারলেও সার্বিকতা ও অনিবার্যতা দিতে পারে না। তাই অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানের উৎস ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়।

**59** **কান্ট কোন্ যুক্তিতে বুদ্ধিবাদ খণ্ডন করেছেন?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড সার্বিকতা, অনিবার্যতা ও নতুনত্ব। বুদ্ধি জ্ঞানের সার্বিকতা ও অনিবার্যতা দিতে পারলেও নতুনত্ব দিকটি দিতে পারে না। তাই বুদ্ধি জ্ঞানের একমাত্র উৎস হতে পারে না। এই যুক্তিতে কান্ট বুদ্ধিবাদ খণ্ডন করেছেন।

**60** **কান্টের মতে জ্ঞানের উৎস কী?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে কেবল ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে জ্ঞান হয় না, আবার কেবল বুদ্ধি থেকেও জ্ঞান হয় না। প্রকৃত জ্ঞান তৈরির জন্য ইন্দ্রিয়ানুভব ও বুদ্ধি উভয়ের ভূমিকা প্রয়োজন।

**61** **কান্টের মতে জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভবের ভূমিকা কী?**

**উত্তর ▸** কান্টের মতে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে থেকে বস্তুর সন্নিকর্ষের ফলে সংবেদন আসে। সংবেদন শক্তি কেবল উপাদান গ্রহণ করে। সংবেদন শক্তি ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত উপাদানগুলিকে দেশ ও কাল আকারে সজ্জিত করে বুদ্ধির কাছে পাঠায়। তখন বুদ্ধির কাজ শুরু হয়।

**62** **কান্টের মতে জ্ঞান তৈরির ক্ষেত্রে বুদ্ধির ভূমিকা কী?**

**উত্তর ▸** কান্টের মতে সংবেদনের ফলে যা পাওয়া যায় তা নামগোত্রহীন উপাদান, অর্থপূর্ণ বস্তুজ্ঞান নয়, সংবেদনের জটলা। এই জটলাকে জ্ঞানে উন্নীত হতে হলে কতগুলি বৌদ্ধিক আকারের দ্বারা আকারিত হতে হবে। বুদ্ধি তার বারোটি আকার প্রয়োগ করে সংবেদনরাশিকে অর্থপূর্ণ করে জ্ঞানে পরিণত করে।

**63** **"বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়শক্তি অন্ধ এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি শূন্যাকার"—কান্টের এই উক্তির তাৎপর্য কী?**

**উত্তর ▸** "বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া ইন্দ্রিয়শক্তি অন্ধ এবং ইন্দ্রিয়শক্তি ছাড়া বুদ্ধিবৃত্তি শূন্যাকার"—এই উক্তির তাৎপর্য হল বুদ্ধির আকার ছাড়া ইন্দ্রিয়ানুভব প্রাপ্ত উপাদান নামগোত্রহীন সংবেদনের জটলা, তাই অন্ধ। আবার ইন্দ্রিয়শক্তি প্রাপ্ত উপাদান ছাড়া বুদ্ধির আকার শূন্যাকার। কারণ তার আকার বাস্তবায়িত হয় কেবল ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত উপাদানের উপর প্রয়োগ করার মাধ্যমে।

**64** **কান্ট কীভাবে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের বা জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন?**

**উত্তর ▸** বিশুদ্ধ বুদ্ধি তার দ্বাদশটি আকার দেশ-কালরূপ শুদ্ধ অনুভবের উপর প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক জ্ঞান তৈরি করে। দেশ ও কাল পূর্বতসিদ্ধ শুদ্ধ অনুভব হওয়ায় দেশ সম্পর্কিত জ্যামিতিক বচন ও কাল সম্পর্কিত গাণিতিক বচনগুলি অভিজ্ঞতাপূর্ব সার্বিক ও আবশ্যিক এবং শুদ্ধ অনুভব হওয়ায় সংশ্লেষক। এইভাবে কান্ট অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের, জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

**65** **কান্ট কীভাবে অধিবিদ্যার ব্যাখ্যা দিয়েছেন?**

**উত্তর ▸** কান্ট প্রমাণ করেছেন সংবেদনের আকার দেশ-কাল ও বৌদ্ধিক আকার দ্রব্যগুণ প্রভৃতি কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের উপর প্রযোজ্য, অন্যত্র নয়। অধিবিদ্যার বিষয়ের যেহেতু ইন্দ্রিয়ানুভব হয় না সেহেতু বৌদ্ধিক আকার তার উপর প্রয়োগ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব হয় না। তাই বিজ্ঞান হিসেবে অধিবিদ্যা সম্ভব নয়।

**66** **জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রটি কী?**

**উত্তর ▸** অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধির কোনো ভূমিকা নেই। অন্যদিকে বুদ্ধিবাদীরা বলেন বিশুদ্ধ বুদ্ধিই জ্ঞানলাভের একমাত্র উৎস। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং, অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদীরা জ্ঞানের পরস্পরবিরোধী উৎস নির্দেশ করেছেন।

**67** **কান্ট তাঁর বিচারবাদে জ্ঞানের উৎসের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে বিরোধ কীভাবে সমাধান করেছেন?**

**উত্তর ▸** কান্ট বিচারবাদে দেখিয়েছেন কেবল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দ্বারা জ্ঞান হয় না, আবার কেবল বুদ্ধির দ্বারাও জ্ঞান হয় না। তাই প্রকৃত জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়ের অবদান প্রয়োজন।

**68** **জ্ঞানের মানদণ্ডের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাবাদ ও বুদ্ধিবাদের মধ্যে বিরোধটি কী?**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড কেবল নতুনত্ব, অনিবার্যতা ও সার্বিকতা নয়। অপরপক্ষে বুদ্ধিবাদীদের মতে প্রকৃত জ্ঞানের মানদণ্ড হল অনিবার্যতা ও প্রকৃত সার্বিকতা, নতুনত্ব নয়।

**69** **অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন কী? কান্ট কেন এই মতটি অস্বীকার করেছেন?**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন হল অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন।

▶ কান্ট বলেন অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচনে নতুনত্ব ধর্মটি থাকলেও সার্বিকতা ও অনিবার্যতা থাকে না। তাই এটি জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন হতে পারে না। সেকারণেই কান্ট এই মতটি অস্বীকার করেছেন।

**70** **বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন কী? কান্ট কেন এই মতটি অস্বীকার করেছেন?**

**উত্তর ▶** বুদ্ধিবাদীদের মতে জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন হল অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচন।

▶ কান্ট বলেন অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচনে সার্বিকতা ও অনিবার্যতা ধর্মটি থাকলেও নতুনত্ব ধর্মটি থাকে না। তাই এই বচন জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন হতে পারে না।

**71** **কান্টের মতে জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন কী? কেন এই বচনকে জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন বলা হয়?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞান প্রকাশের আদর্শ বচন হল অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন।

▶ অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনকে আদর্শ বচন বলা হয়ে থাকে, কারণ প্রকৃত জ্ঞানের দুটি শর্ত— অনিবার্যতা, সার্বিকতা এবং নতুনত্ব ধর্মটি এই বচনে থাকে।

**72** **কান্টের বিচারবাদের দুটি উৎকর্ষ লেখো।**

**উত্তর ▶** কান্টের বিচারবাদের দুটি উৎকর্ষ হল—[1] কান্ট তাঁর বিচারবাদে গণিত ও প্রাকৃতবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন কীভাবে সম্ভব তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। [2] অধিবিদ্যা বিজ্ঞান হিসেবে কেন সম্ভব নয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

**73** **কান্টের বিচারবাদের দুটি অসুবিধা লেখো।**

**উত্তর ▶** কান্টের বিচারবাদের দুটি অসুবিধা হল—[1] কান্ট বলেছেন আমরা কেবল অবভাসকে জানি, বস্তুর স্বরূপকে জানতে পারি না—কান্টের একথা যুক্তিহীন। কেন-না সত্তা ও অবভাস বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বিষয় নয়, উভয়ে মিলে সম্পূর্ণ সত্য। [2] কান্ট আকার ও প্রকারকে মননধর্মী বলেছেন। এগুলি বস্তুধর্মী নয়।

**74** **পূর্বতসিদ্ধ বচন কাকে বলে?**

**উত্তর ▶** যে বচন অনিবার্য সত্য এবং যার সত্যতা অভিজ্ঞতার পূর্বেই সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যার সত্যতা নির্ধারণের জন্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় না, সেই বচনকে বলা হয় পূর্বতসিদ্ধ বচন।

**75** **কান্টের মতানুসারে পূর্বতসিদ্ধ বচনের দুটি উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** কান্টের মতানুসারে পূর্বতসিদ্ধ বচনের দুটি উদাহরণ হল—[1] সকল মানুষ হয় মানুষ। [2] $7 + 5 = 12$।

**76** **কান্টের মতে পূর্বতসিদ্ধ (অভিজ্ঞতাপূর্ব) বচনের মানদণ্ড কী?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে পূর্বতসিদ্ধ বচনের মানদণ্ড দুটি হল—[1] প্রকৃত সার্বিকতা এবং [2] অনিবার্যতা।

**77** **কান্টের মতানুসারে প্রকৃত সার্বিকতার সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর ▶** যে বচন সর্বজাগতিক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমহীনভাবে সত্য এবং যার মিথ্যা ভাবা সম্ভব নয় তাকে বলা হয় প্রকৃত সার্বিকতা।

**78** **কান্টের মতানুসারে অনিবার্যতার সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে কোনো বচন অনিবার্য হবে যদি এবং কেবল যদি তার বিরুদ্ধে বচন যৌক্তিক অসম্ভব হয় অথবা অধিবিদ্যক অসম্ভব হয়।

**79** **কান্টের মতে অনুসরণ করে পরতসাধ্য বচনের সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর ▶** যে বচন অনিবার্য সত্য নয়, ঘটনাক্রমে সত্য হয়েছে, মিথ্যাও হতে পারত এবং যার সত্যতা পরে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অভিজ্ঞতার সাহায্যে সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সত্যতা নির্ধরণের জন্য পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের প্রয়োজন হয় সেই বচনকে বলা হয় পরতসাধ্য বচন।

**80** **পরতসাধ্য বচনের দুটি উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** পরতসাধ্য বচনের দুটি উদাহরণ হল—[1] কিছু বিড়াল হয় কালো। [2] মানুষ ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে না।

**81** **পূর্বতসিদ্ধ ও পরতসাধ্য বচনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।**

**উত্তর ▶** পূর্বতসিদ্ধ ও পরতসাধ্য বচনের মধ্যে দুটি পার্থক্য হল—[1] পূর্বতসিদ্ধ বচন সার্বিক ও আবশ্যিক। অপরপক্ষে, পরতসাধ্য বচন সার্বিক নয়, আবশ্যিক নয়, আপতিক। [2] পূর্বতসিদ্ধ বচন অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই যাচাই করা যায়। অপরপক্ষে, পরতসাধ্য বচনের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যাচাই করা যায়।

**82** **কান্ট তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে কীভাবে বিশ্লেষক বচনের সংজ্ঞা দিয়েছেন?**

**উত্তর ▶** যে বচনে উদ্দেশ্যের ধারণার সঙ্গে বিধেয় নতুন কোনো ধারণা যোগ করে না, অর্থাৎ উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে যা নিহিত থাকে, বিধেয় কেবল তার বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করে সেই বচনকে বলা হয় বিশ্লেষক বচন।

**83** **কান্ট তাঁর Critique of Pure Reason গ্রন্থে সংশ্লেষক বচনের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন?**

**উত্তর ▶** যে বচনের উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়কে পাওয়া যায় না, বিধেয় উদ্দেশ্যের ধারণার সঙ্গে নতুন কিছু সংযোজন করে সেই বচনকে বলা হয় সংশ্লেষক বচন।

**84** **সংশ্লেষক বচনের আধুনিক সংজ্ঞা দাও।**

**উত্তর ▶** যে বচনের অস্বীকৃতি স্ববিরোধী সেই বচনকে বলা হয় সংশ্লেষক বচন।

**85** **বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।**

**উত্তর ▶** বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বচনের মধ্যে দুটি পার্থক্য হল—[1] বিশ্লেষক বচনকে অস্বীকার করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ হয়। অপরপক্ষে, সংশ্লেষক বচনকে অস্বীকার করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ হয় না। [2] বিশ্লেষক বচনের সত্যতা ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়াই যাচাই করা যায়। অপরপক্ষে, সংশ্লেষক বচনের সত্যতা ইন্দ্রিয়ানুভব ছাড়া যাচাই করা যায় না।

**86** **জ্ঞান প্রকাশক বচন কতপ্রকার ও কী কী?**

**উত্তর ▶** জ্ঞান প্রকাশক বচন তিনপ্রকার। তা হল—[1] অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচন, [2] অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন, [3] অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন।

**87** **অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন কাকে বলে?**

**উত্তর ▶** যে বচনের বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে না বা যে বচনের অস্বীকৃতি যৌক্তিক স্ববিরোধ হয় না এবং যে বচনের সত্যতা অভিজ্ঞতার সাহায্যে যাচাই করা যায় সেই বচনকে বলা হয় অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচন।

**88** **অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচনের দুটি উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচনের দুটি উদাহরণ হল—[1] পাতা হয় সবুজ, [2] সকল মানুষ হয় মরণশীল জীব।

**89** **অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচন কাকে বলে?**

**উত্তর ▶** যে বচনের বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে বা যে বচনকে অস্বীকার করলে যৌক্তিক স্ববিরোধ হয় এবং যে বচনের সত্যতা অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই যাচাই করা যায় সেই বচনকে বলা হয় অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচন।

**90** **অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচনের দুটি উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচনের দুটি উদাহরণ হল—[1] সকল পিতা হয় পুরুষ। [2] সকল মানুষ হয় মানুষ।

**91** **অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন কাকে বলে?**

**উত্তর ▶** যে বচনের বিধেয় উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে নিহিত নেই এবং যে বচন প্রকৃত সার্বিক ও আবশ্যিক সেই বচনকে বলা হয় অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন।

**92** **কান্টকে অনুসরণ করে দুটি অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের উদাহরণ দাও।**

**উত্তর ▶** কান্টকে অনুসরণ করে দুটি অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের উদাহরণ হল—[1] 7 + 5 = 12। [2] প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে।

**93** **অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের মানদণ্ড কী?**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচনের মানদণ্ড দুটি, তা হল—[1] অনিবার্যতা ও সার্বিকতা এবং [2] নতুনত্ব।

**94** **অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচনের মানদণ্ড কী?**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতাপূর্ব বিশ্লেষক বচনের মানদণ্ড দুটি। তা হল—[1] অনিবার্যতা ও সার্বিকতা এবং [2] বচনের অস্বীকৃতি যৌক্তিক স্ববিরোধী।

**95** **অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচনের মানদণ্ড কী?**

**উত্তর ▶** অভিজ্ঞতালব্ধ সংশ্লেষক বচনের মানদণ্ড দুটি। তা হল—[1] নতুনত্ব, [2] বচনের অস্বীকৃতি যৌক্তিক স্ববিরোধী নয়।

**96** **কান্টের মতে '7 + 5 = 12' বচনটি কি অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক, না বিশ্লেষক এবং কেন?**

**উত্তর ▶** কান্টের মতে '7 + 5 = 12' বচনটি অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন। কেন-না বচনটি প্রকৃত সার্বিক ও আবশ্যিক। আবার বচনটি সংশ্লেষক। কেন-না বিধেয় পদ '12' উদ্দেশ্য পদের (7 + 5) কোনো একটির সঙ্গে সমার্থক নয়। তাই বচনটি অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক।

**97** **কোপারনিকান বিপ্লব কাকে বলে?**

**উত্তর ▶** কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানে টলেমির ভূকেন্দ্রিক প্রকল্পের পরিবর্তে ঠিক বিপরীত সূর্যকেন্দ্রিক প্রকল্প গঠন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সকল ঘটনার ব্যাখ্যা করে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। একেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপারনিকান বিপ্লব বলা হয়।

**98** **কান্টের জ্ঞানতত্ত্বে বিচারবাদকে কোপারনিকান বিপ্লব বলা হয় কেন?**

**উত্তর ▶** কোপারনিকাস টলেমির ভূকেন্দ্রিক প্রকল্পের পরিবর্তে সূর্যকেন্দ্রিক প্রকল্প গঠন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক বিপ্লব আনয়ন করেছিলেন। একইরকমভাবে কান্ট জ্ঞানরাজ্যে

অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদী প্রকল্পের পরিবর্তে বিপরীত প্রকল্প গঠন করে জ্ঞানবিদ্যার ও অধিবিদ্যার সমস্যার সমাধান করে এক বিপ্লব এনেছিলেন বলে কান্টের মতবাদকে কোপারনিকান বিপ্লব বলা হয়।

**99** **টলেমির ভূকেন্দ্রিক প্রকল্পটি কী ছিল?**

**উত্তর ▸** টলেমির ভূকেন্দ্রিক প্রকল্প অনুসারে পৃথিবী স্থির হয়ে আছে। সূর্য-চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহরা তাকে কেন্দ্র করে চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছে।

**100** **জ্ঞানরাজ্যে কান্টের প্রকল্পটি কী?**

**উত্তর ▸** জ্ঞানরাজ্যে কান্টের প্রকল্পটি হল বিষয়ই বুদ্ধিসাপেক্ষ; অর্থাৎ বিষয়ের স্বরূপই আমাদের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে।

**101** **জ্ঞানরাজ্যে কান্টের প্রকল্পটির সুবিধা কী?**

**উত্তর ▸** জ্ঞানরাজ্যে কান্টের প্রকল্প গ্রহণ করলে গণিত ও প্রাকৃতবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষক বচন কীভাবে সম্ভব তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বিজ্ঞান হিসেবে অধিবিদ্যা খণ্ডন করা যায়। জ্ঞানবিদ্যা ও অধিবিদ্যার সকল সমস্যার সমাধান করা যায়।

## বিভাগ ঘ

## অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রতিটি প্রশ্নের মান - 1

**1** **কয়েকজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** কয়েকজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন—দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ প্রমুখ।

**2** **কয়েকজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** কয়েকজন অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন—লক, বার্কলে, হিউম, মিল প্রমুখ।

**3** **একজন বিচারবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** একজন বিচারবাদী দার্শনিক হলেন কান্ট।

**4** **যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকদের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** এয়ার, সিলিক, উইটগ্যানস্টাইন হলেন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক।

**5** **একজন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** একজন চরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন লাইবনিজ।

**6** **একজন নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** একজন নরমপন্থী বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন কান্ট।

**7** **চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকদের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** একজন চরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন মিল।

**8** **একজন নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।**

**উত্তর ▸** একজন নরমপন্থী অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হলেন লক।

**9** একজন অধিবিদ্যক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।

**উত্তর ▸** একজন অধিবিদ্যক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন প্লেটো।

**10** একজন গাণিতিক বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।

**উত্তর ▸** একজন গাণিতিক বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন দেকার্ত।

**11** একজন আকারগত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের নাম লেখো।

**উত্তর ▸** একজন আকারগত বুদ্ধিবাদী দার্শনিক হলেন কান্ট।

**12** "জন্মের সময় মন থাকে সাদা অলিখিত কাগজের মতো"—এই কথা কে বলেছেন?

**উত্তর ▸** "জন্মের সময় মন থাকে সাদা অলিখিত কাগজের মতো"—এই কথা বলেছেন জন লক।

**13** "গণিত হল জ্ঞানের আদর্শ"—এ কথা কে বলেছেন?

**উত্তর ▸** "গণিত হল জ্ঞানের আদর্শ"—এ কথা বলেছেন দেকার্ত।

**14** বুদ্ধিবাদীদের মতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** বুদ্ধিবাদীদের মতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হল বিশুদ্ধ বুদ্ধি।

**15** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে প্রকৃত জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

**16** বিচারবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে?

**উত্তর ▸** বিচারবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কান্ট।

**17** বিচারবাদ অনুসারে জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** বিচারবাদ অনুসারে জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি, উভয়ই।

**18** "দুটি ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করাই হল জ্ঞান"—কে বলেছেন?

**উত্তর ▸** "দুটি ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করাই হল জ্ঞান"—বলেছেন লক।

**19** দেকার্তের মতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কী?

**উত্তর ▸** দেকার্তের মতে জ্ঞানলাভের পদ্ধতি হল গাণিতিক অবরোহ পদ্ধতি।

**20** বার্কলের মতে জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** বার্কলের মতে জ্ঞানের উৎস হল প্রত্যক্ষ।

**21** বার্কলের মতে জ্ঞানের মানদণ্ড কী?

**উত্তর ▸** বার্কলের মতে জ্ঞানের মানদণ্ড হল স্পর্শ প্রত্যক্ষ।

**22** দেকার্তের মতে জ্ঞানের মানদণ্ড কী?

**উত্তর ▸** দেকার্তের মতে জ্ঞানের মানদণ্ড হল স্পষ্টতা ও বিবিক্ততা।

**23** স্পিনোজার মতে অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** স্পিনোজার মতে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ হল অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উৎস।

**24** স্পিনোজার মতে সম্পূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস কী?

**উত্তর ▸** স্পিনোজার মতে বুদ্ধি হল সম্পূর্ণ ও সুনিশ্চিত জ্ঞানের উৎস।

**25** **স্পিনোজার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কী?**

**উত্তর ▸** স্পিনোজার মতে সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ জ্ঞান হল সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

**26** **স্পিনোজার মতে সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ জ্ঞানের বিষয় কী?**

**উত্তর ▸** স্পিনোজার মতে সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ জ্ঞানের বিষয় হল ঈশ্বর।

**27** **হিউমের মতে, ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কী?**

**উত্তর ▸** হিউমের মতে ধারণার সঙ্গে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের উৎস হল স্বজ্ঞা।

**28** **হিউমের মতে ধারণার সঙ্গে বস্তুস্থিতির সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের উৎস কী?**

**উত্তর ▸** হিউমের মতে ধারণার সঙ্গে বস্তুস্থিতির সম্বন্ধ বিষয়ক জ্ঞানের উৎস হল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা।

**29** **কান্টের জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদটির নাম কী?**

**উত্তর ▸** কান্টের জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদটির নাম বিচারবাদ।

**30** **কান্ট তাঁর কোন্ গ্রন্থে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন?**

**উত্তর ▸** কান্ট তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে বিচারবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

## বিভাগ ঙ